R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

*Our Bricks are made of soil*
*Your dreams are made of our toil*
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumar Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
৭৬শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮৯ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

## সার্বজনীন দেবীপূজার সম্পত্তি কুক্ষিগত করার চক্রান্ত

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে প্রায় ২৫০ বছরের পুরাতন এক দুর্গাপূজা র'য়েছে। যা সে যু'গ সার্বজনীন পূজা হিসাবে গণ্য হত বলে জানা যায়। পূজা চালাতেন সেবাইত কালীপদ ত্রিবেদী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রীকে গ্রামের মানুষ সেবাইত বলে মেনে নেন। এমন কি আর্থিক অসুবিধা দেখা দিলে গ্রামের উচ্চ ও নিম্ন সমস্ত বর্ণের মানুষ অর্থ সাহায্য করতেন। এই মন্দিরে পূজা দেওয়ার ও প্রবেশ করার অধিকার ছিল সর্বজনের। সম্প্রতি ঐ বিধবা মারা গেলে দেখা যায় কয়েকজন স্বার্থসর্বস্ব মানুষ সুকৌশলে ঐ সার্বজনীন পূজার ট্রাষ্টি বনে বসে আছেন। তাঁদের দাবী সেবাইত কালীপদ ত্রিবেদীর পত্নী মৃত্যুর পূর্বে ঐ ট্রাষ্টি গঠন করে দেবার যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁদের উপর দলিল করে দিয়ে গেছেন। এই ট্রাষ্টির বর্তমান সদস্য সংখ্যা সাত। ট্রাষ্টির প্রভাবশালী সদস্যের মধ্যে র'য়েছেন ২নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অরবিন্দ সিংহ রায় এবং সি পি এম ত্যাগী প্রাক্তন প্রধান মানস পাণ্ডে। এঁরা গ্রামে জোর করে পূজার চাঁদা আদায় করেন বলে খবর। জনৈক সত্যেন সিংহ রায় এই চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদ করলে তাঁকে একঘরে করা হয়। এতে গ্রামে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সত্যেন সিংহ রায়কে সমর্থন করায় বেশ কিছু গ্রামবাসী ঐ দুই প্রভাবশালী মানুষের বিষ নজরে পড়েছেন। এদিকে ট্রাষ্টি এক ( শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

## সাম্প্রতিক বর্ষণে বন্যার আশায় সরকারী কর্মীরা উৎফুল্ল ঃ

জঙ্গিপুর ঃ বেশ কিছুদিন থেকে বর্ষণের কোন নামগন্ধ না থাকায় এ-অঞ্চলে বন্যা হচ্ছে না বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এদিকে বন্যা মোকাবিলার রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি আগে থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানা যায়। সরকারী স্পীড বোট ও ডুবুরী আমদানী করা হয়েছে। খাদ্য, জ্বালানী ও অর্থ মজুত রাখা হয়। কিন্তু বন্যা হওয়ার কোন লক্ষণ না দেখে সরকারী কর্মীরা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েন। পূজোর মুখে বাড়তি কাজের ওভারটাইমের আশায় ছাই পড়ে। তাই সাম্প্রতিক কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে চাষীদের সাথে সাথে তাঁরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু তবু বন্যার কোন লক্ষণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না।

## রাস্তা বসে যাওয়ায় ৩৪নং জাতীয় সড়কে যান চলাচল বিঘ্ন

আহিরণ : ৩৪নং জাতীয় সড়কের গদাইপুর ও অজগরপাড়ার মধ্যবর্তী একটি কালভার্টের চার পাশের জায়গা রাস্তা সমেত বসে যাওয়ায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। সাবধানে ধীর গতিতে মাল ভর্তি ট্রাক ও যাত্রী ভর্তি বাসগুলিকে চলতে হওয়ায় যান জট ছাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে বাসগুলি নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রীদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে পারছে না। উল্লেখ্য, এই জায়গাটি প্রতি বছরই বর্ষায় বসে যায়, আবার মেরামত করা হয়। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থায়ী সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা কর্তৃপক্ষ মহলের আছে বলে মনে হয় না। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, পি ডাবলু ডি রোডস্ এর কর্মকর্তারা এবং তাঁদের পেয়ারের কিছু ঠিকাদার এই অবস্থায় বহাল থাকুক চান। রাস্তা বসে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে জানা যায়—রাস্তার নীচে নরম ব্ল্যাক সয়েল ( শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

## কোর্টের নির্দ্দেশে গ্রামে ফেরা নারী আবার লুণ্ঠিত

সগদীঘি : গত ২৩ সেপটেম্বর একদল দুর্বৃত্ত জনৈক বাবলু সেখের নেতৃত্বে বাড়ীতে চড়াও হয়ে জনৈকা গৃহবধূকে স্থানীয় থানার অলঙ্কার গ্রাম থেকে হরণ করে নিয়ে যায় বলে খবর। এই বধূটিকেই মাস খানেক আগে দুর্বৃত্তরা হরণ করে। পরে পুলিশ ( শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

## সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে ফসল বিনষ্ট

আহিরণ : সাম্প্রতিক অতি বর্ষণের ফলে পাহাড়ী নদী বাঁশলৈ ও পাগলার জলস্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় সুতী ১নং ব্লকের হারোয়া, বহুতালী, বংশবাটী ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক গ্রাম জলমগ্ন হয়েছে। হাজার হাজার বিঘা ধানের জমি গাছ সমেত জলের নীচে। কয়েক লক্ষ টাকার খারিফ ( শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য )

## প্রস্তাবিত বাসষ্ট্যাণ্ড ব্যয়বহুল তাই পরিকল্পনা বাতিল

রঘুনাথগঞ্জ : ইক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পি ডাবলু ডি সরকার প্রস্তাবিত রঘুনাথগঞ্জ বাস-ষ্ট্যাণ্ডের জায়গা গর্ত্ত ও জলে ভর্তি থাকায় তা ভরাট করতে বিপুল অর্থ খরচ হবে বলে পরিকল্পনা বাতিল করতে সরকারকে অনুরোধ করেছেন। তিনি জানান, ঐ জায়গা মাটি ভরাট করে বাসষ্ট্যাণ্ডের উপযুক্ত করে তুলতে ৫/৬ বছর সময় এবং প্রায় ৯ লক্ষ টাকা খরচ হবে। সে কারণে শহরে অন্য কোন জায়গা ঠিক করা দরকার বলে অভিমত দেন। অপর দিকে এক সংবাদে মিঞাপুরে মুক্তা বিড়ির পাশে সরকারী খাস জমিতে ফায়ার বিগ্রেড অফিস এবং হাউসিং স্কীম অনুযায়ী কর্মীদের বাসস্থান নির্মিত হবে বলে জানা যায়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আশ্বিন বুধবার ১৩৯৬ সাল

## মা আসিতেছেন

বিগত বৎসরে সন্তানেরা মায়ের বিদায় ক্ষণে আকুল আহ্বান জানাইয়া গাহিয়াছিলেন 'মাগো আবার আসিস্ ফিরে।/বরষার শেষে শারদ আবেশে আবার আসিস্ ফিরে।' বরষার শেষ হইয়া শারদ শুক্লা তিথির পরিক্রমণ শুরুর মুহূর্ত্তে ষষ্ঠী তিথির পুণ্য লগ্নে মায়ের আগমনে চতুর্দিক আনন্দাপ্লুত। বিদেশে অবস্থিত স্বজনের আগমন প্রত্যাশায় প্রতিটি গৃহের প্রতি জনের অন্তরে আনন্দলহরী প্রবাহিত। দাদাঠাকুরের ভাষায় মা পুত্রের জন্য, পত্নী স্বামীর জন্য, পিতা পুত্র কন্যার জন্য, ভ্রাতা ভগিনীর জন্য নানারূপ খাদ্য, পরিধেয়, উপহার সংগ্রহে ব্যস্ত। যাদের 'দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা' তারাও মায়ের আগমনের জন্য পূর্ব হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া এই মহাপূজার তিনদিন একটু বিশেষভাবে পুত্র কন্যার আহার পরিধেয়ের ব্যবস্থায় উদ্যোগী। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেই দেশের চতুর্দিকে নিরানন্দের ছায়া পতিত হইতেছে। হিংসা, হত্যা, বিভীষিকা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। এই নিরানন্দের কারণ কি কে বলিয়া দিবে। মা আদ্যাশক্তির সে শক্তি আজ অবলুপ্ত না আমরাই ভক্তি-হীন? দেশ শ্মশান হইতে চলিয়াছে। তাই বুঝি ভক্ত গাহিয়াছেন—শ্মশান ভালবাসিস বলে/শ্মশান করেছি হৃদি /শ্মশানবাসিনী তারা নাচবি বলে নিরবধি। সারাদেশ মায়ের আগমন সন্ধিক্ষণে আনন্দ উপলব্ধির মাঝখানে নিরানন্দের অন্ধকারে মুখ ঢাকিতে চাহিতেছে। দ্রব্যমূল্য ঊর্দ্ধমুখী, বাজারে ভরিতরকারী অগ্নিমূল্য। চিনি নাই, কেরোসিন নাই, কয়লা নাই, জ্বালানী নাই। দেশব্যাপী নাই নাই। অথচ এরই মধ্যে আছে শুধু ছেলে ছোকরাদের উদ্দাম মানসিকতা—পুজা করিব, চাঁদা চাই। কোথা হইতে দিবেন তাহা জানি না—আমাদের চাই। পাড়ায় পাড়ায় সার্বজনীন পূজার সংখ্যা নিত্য বর্দ্ধমান। যুবকেরা জানে সব কিছুই। কিন্তু তিনদিনের জন্য পরের অর্থে স্ফূর্ত্তির মহা-ফিলের সুযোগ কেউ ছাড়িতে চাহে না। তবুও দুর্গাপূজায় আনন্দ ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তেমন না অনুভূত হইলেও আমাদের এই বাংলায় মহানন্দ অনুভূত হয়। বাঙ্গালী যেখানেই থাকে সে ভারত হউক আর ভারতের বাহিরেই হউক সর্বত্র মহা ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয় মায়ের পূজা। কলিকাতা হইতে মৃত্তি নির্মিত হইয়া সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের ভারতবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রেরিত হয়। সেখানকার সকল প্রবাসী ভারতীয় একত্রিত হইয়া মহামায়ার পূজার অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনদিন মহানন্দে আত্মহারা হয়। আবার অন্যদিকে বাঙ্গালীর কাছে মা, মা নয় কন্যা। হিমালয় রাজের দুহিতা তিনদিনের জন্য পিতৃমাতৃ নিবাসে সপুত্র কন্যা আগমন করেন। সে আগমনে তিনিও যেমন আনন্দিত তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলের আমরাও তেমনি উল্লসিত। বাঙ্গালীর অন্তরের আগমনী সঙ্গীতের সে স্নেহময়ী সুর, বাউল, ভক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া আকাশ বাতাসকে মুখরিত করিয়া তোলে। মা মেনকার সেই আকুল আকুতি গিরিরাজের কাছে—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী', আশ্বিনের প্রথম দিন হইতেই গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। আবার তিনদিনের শেষ নবমী তিথিতে সমস্ত বাংলার অন্তর মথিত করিয়া ক্রন্দন ভরিয়া পড়ে—'নবমী নিশিগো তুমি হয়োনা ভোর।'

## রাম জন্মভূমি ও বাবরী মসজিদ

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম জন্মভূমি ও বাবরী মসজিদ বিতর্ক নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চয় জাতীয় জীবনে বাঞ্ছনীয় নয়—একথা খুবই সত্য। কিন্তু এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে বড়বড় পত্র পত্রিকা এবং রাজনৈতিক দলগুলি তীব্র ভাষায় হিন্দু মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করে চলেছেন তাও কিন্তু মোটেই সুস্থ, বিরোধ মিটানর পন্থাও নয়। রাজনৈতিক নেতাদের ও কাগজগুলির মতে রামজন্মভূমি সম্বন্ধে হিন্দুদের দাবী অযৌক্তিক। কেননা রামচন্দ্র তাঁদের মতে কাল্পনিক এবং মহাকাব্যের এক কাল্পিত নায়ক। তাঁর জন্মভূমি নিয়ে হিন্দু মৌলবাদীদের দাবী ইতিহাস সমর্থিত নয়। আর হিন্দু মৌলবাদীদের মতে রামচন্দ্রের জন্ম জীবন এবং কর্মাবলী সম্পূর্ণ সত্য এবং তিনি একজন ঐতিহাসিক মহামানব। প্রকৃত বিরোধ কিন্তু এই তথ্যকেই কেন্দ্র করে। তার উপর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় রাম কল্পিত কাব্যিক চরিত্র, তবু একথা তো সত্য যে তাঁর সে দেব চরিত্রকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিভিন্ন মন্দির বা পূজাস্থান গড়ে উঠেছিল। অযোধ্যায় যে রামমন্দির গড়ে উঠে তার সত্যতাকে তো অস্বীকার করা যায় না। 'বাবরনামা' অনুযায়ী জানা যায় ঐ মন্দির ধ্বংস করেই গড়ে উঠেছিল 'বাবরী মসজিদ'। সেক্ষেত্রে হিন্দুদের দাবীমত যদি ঐ স্থলেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর হিন্দুরা রামের মন্দির গড়ে তুলতে চায় তবে তাতে রামচন্দ্র কল্পিত কাব্যিক চরিত্র বা অযোধ্যা তাঁর জন্মস্থান নয় এসব বিতর্কের স্থান কোথায়। তবে একথা সত্য যে ঐ বিতর্ক নিয়ে গড়ে উঠা হিন্দু মুসলিম বিরোধ বাঞ্ছনীয় নয়। এই বিবাদকে নিয়ে কখনই হিন্দু কিংবা মুসলিম কাউকেই সমর্থন বা বিরোধীতা মোটেই উচিৎ নয়। নেতাদের কথাবার্তায় কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুব একটা জোর দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখা হচ্ছে না, যা কিছু বলা হচ্ছে সবেরই কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। কোন রাজনৈতিক দলই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হিন্দু মানসিকতাকে সম্মান দেখিয়ে কোন নিষ্পত্তির চেষ্টা করছেন না। সকলেই হিন্দু জনসাধারণকে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য মন্দির গড়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতেই উপদেশ দিচ্ছেন! এদেশকে তাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষ করতে গিয়ে হিন্দু মানসিকতাকে দোষ দিয়ে হিন্দুদের দমন করতে সব সময়েই সচেষ্ট। অপরদিকে মুসলিম সংখ্যা লঘিষ্ট সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অতিরিক্ত তোয়াজ করে চলেছেন। হিন্দু কোড বিল পাশ করে প্রশাসকেরা হিন্দুকে আধুনিক ভাবধারায় উন্নত করতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে আধুনিক কোন কোড বিল পাশ করতে সাহসতো করেনইনি বরং শরিয়তী নিয়মকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। এই কারণেই হিন্দু মৌলবাদীরাও হিন্দু আক্রান্ত, হিন্দু অত্যাচারিত, হিন্দু অবদমিত এবং বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি হিন্দুকে হিন্দুত্ব থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছে এই কথা হিন্দু জনগণের মনে গেঁথে দিয়ে তাদের ধর্মযুদ্ধে আহ্বান জানাতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই নেতারা বা বুদ্ধিজীবীরা মহান সাজার অভিনয় করে যদি মাত্র হিন্দু মৌলবাদী শক্তির শুধু সমালোচনা করেই যান, তবে কোনক্রমেই এই সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করা যাবে না। ভারতকে সত্যকারের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, সংবিধানের পরিবর্ত্তন করে সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই নিয়মবিধি রচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে হিন্দু কোড বিল বা মুসলিম শরিয়তী আইন নয়, ভারতীয় কোড বিল জারী করতে হবে। তাহলেই সকল সম্প্রদায় বাধ্য হয়েই ধীরে ধীরে জাতীয় মানসিকতায় ভারতীয় হয়ে উঠতে পারবে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধির অবলুপ্ত হবে। সম্প্রদায়গত ভাবে সুযোগ সুবিধার সুযোগ না পাওয়ায় কেউ আর (৩য় পৃষ্ঠায়)

## মহকুমায় শিল্প সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা সভা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের চেম্বারে জেলা ইণ্ডাসষ্ট্রীয়াল কমিটি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফাইনান্স করপোরেশন, ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সমি তর সদস্য ও উদ্যোগী প্রার্থীদের উপস্থিতিতে মহকুমা শাসকের উদ্যোগে মহকুমা নতুন শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিয়ে এক আলোচনা হয়। সভায় উঃতমানের আবাসিক হোটেল, নার্সিং হোম, ফুড প্রসেসিং, সাবান, পেরেক তৈরীর ছোট ছোট শিল্প সংস্থা এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিত্যক্ত ছাই নিয়ে ইট তৈরীর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। শিল্পের ব্যাপারে অর্থ যোগানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফাইনান্স করপোরেশন। সাহায্য করতে ও স্কীমের ব্যাপারে তাঁদের এক্সপার্ট দিয়ে স্কীম তৈরী করে দিতে সম্মত হন। ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিদ্যুৎ দিতেও রাজী হন। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা বলেন— প্রার্থীদের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের ঠিকানা সঠিক না থাকায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। অর্থ সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় অসুবিধা। এ অসুবিধা দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

## রক্তদান শিবির

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ভারতীয় জন সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা হাসপাতালের এস, ডি, এম, ও, গোপালচন্দ্র সরকার। সংস্থার পক্ষ থেকে হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক ও ই, এন, টি, বিভাগ চালু করার দাবী জানানো হলে এস, ডি, এম ও সে সম্বন্ধে উদ্যোগী হবার প্রতিশ্রুতি দেন। সংস্থার সচিব সুদীপ্ত নাথ তাঁর ভাষণে জানান তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচী পুরোনো পাঠ্য বই এবং ওষুধ সংগ্রহ করে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

### রামজন্মভূমি

( ২য় পাতার পর )

কেউ আর নিজেকে মুসলমান বা হিন্দু বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে চাইবে না এবং এক অখণ্ড ভারতীয় জাতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব হবে। নতুবা এইভাবে মুসলীম তোষণ চলতে থাকলে দেশ থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করা কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না।

## অত্যধিক কর বসানোয় ভিডিও ব্যবসা লাটে উঠলো

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১০ আগষ্ট মহামান্য হাইকোর্টের বিচারক সুশান্ত চ্যাটার্জীর এক আদেশে ভিডিও চালাতে গেলে শহর এলাকায় সপ্তাহে ৫০০ টাকা ও গ্রাম এলাকায় সপ্তাহে ২০০ টাকা কর দিতে বহে ঠিক হয়। এমনকি লাক্সারী ভিডিও কোচ সমেত বাসকেও ঐ একই করের আওতায় ফেলা হয়েছে। আরও জানা যায়, 'হোম ভিউ' ক্যাসেট শুধু মাত্র বাড়ীতে বসে ভি সি আর এর মাধ্যমেই দেখ যাবে, লোক জড়ো করে পয়সা নিয়ে দেখানো আইনত দণ্ডনীয়। এইসব আইন চালু হওয়ার পর প্রায় সমস্ত ভিডিও ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

**টোটন হোমিও ফার্মেসী**

ইকোনোমিক কোম্পানীর পোটেন্সী, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর মাদার টিংচার এবং বিশ্বস্ত কোম্পানীর যাবতীয় পেটেন্ট ও বায়োকেমিক ট্যাবলেট বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

( মুক্তা বুক সেন্টারের সামনে )

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

## অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে বোমা

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি সেখালিপুর অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে পাওয়া একটি বোমা গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। খবর, জনৈক অফিস কর্মী অঞ্চল অফিসের ভিতর একটি বোমা জাতীয় জিনিষ দেখতে পেয়ে প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনা স্থলে আসে ও বোমাটিকে নিষ্ক্রিয় করে সন্দেহজনক কিছুটা তারসহ নিয়ে যায়।

রঘনাথগঞ্জ বালিঘাটায় বাসোপযোগী ২৪ কাঠা জায়গা ৯টি প্লটে বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

কিরণপ্রকাশ মুখার্জী ( চাঁদু )

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা

হিমাংশু দাস

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর

পরমেশ পাণ্ডে/রঘুনাথগঞ্জ

## দুর্যোধন খুন

সাগরদীঘি ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাত্রে উপলাই বিলে নৌকার উপর দুর্যোধন পরধান নামে জনৈক ব্যক্তি খুন হন। খবর, দুর্যোধন

( ৪র্থ পৃষ্ঠায় )

*চিরন্তন ঐতিহ্য*

**বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প**

দক্ষতা ও সৌন্দর্য্যবোধের মিলনের অপর নাম বাংলার হস্তশিল্প। নিপুণ কারিগরের হাতের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন রুচিসম্মত শিল্পবস্তু। রয়েছে মনের মত নানান নকশায় তাঁতের শাড়ি, পুরুষ এবং মহিলাদের পোষাকের কাপড়, বেডকভার, বেডশীট, পর্দার কাপড়, চামড়া ও কাপড়ের ব্যাগ এবং ঘর সাজানোর জন্য অনেক উপকরণ।

প্রতি বছরের মতো এবারও পূজার কেনাকাটার তালিকায় বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীকে শীর্ষে রাখুন।

**বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প ঃ শিল্পীর গৌরব—ক্রেতার রুচির পরিচয়।**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ।

'সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের প্রায়।'

*সময়কে ধরা যায় না, কিন্তু নিঁখুত সময় পাওয়া যায় উচ্চমানের ঘড়ি থেকে। H. M. T. ঘড়ি দীর্ঘদিন ধরে নিঁখুত সময়ের অতন্দ্র প্রহরী।*

★

মহকুমায় H. M. T. ঘড়ির একমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতা

**সাহা ওয়াচ কোং**

ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ

## জঙ্গিপুরে বালকৃষ্ণ নায়েক

জঙ্গিপুর : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সংগঠনের নেতা বালকৃষ্ণ নায়েক একদিনের ঝটিকা সফরে গত ৩ অক্টোবর এখানে আসেন। রামশিলা পুজনের উদ্যোগ আয়োজনের প্রস্তুতি দেখতেই তাঁর এই আগমন। এক সাক্ষাতকারে তিনি জানান, এই মহকুমার নূতনগঞ্জ, রামপুরা ইত্যাদি গ্রামে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় রামশিলা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ হিন্দু নরনারী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শহরের অনেক পূজা মণ্ডপেও মহাসমারোহে রামশিলা পুজন হবে বলে জানা যায়।

## জে সি আই এর পাত্তা নেই পাটচাষীর মুখ শুকনো

ধুলিয়ান : পূজা এসে গেল। অঞ্চলের চাষীরা পাট বিক্রি করে পুজোর কেনাকাটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। অন্যান্য বার জুন/জুলাই এর মধ্যেই পাট কেনার বাজারে জে সি আই নেমে পড়েন সরকারী মূল্যে পাট কিনতে। কিন্তু এবার সেপ্টেম্বরের শেষ হতে চললেও জে সি আই এর বাজারে কোন পাত্তা নেই। তাঁদের কথা পাট এখনো ভিজে। ভিজে পাট গুদামে রাখা অসুবিধাজনক। বাধ্য হয়ে ক্ষুদ্র পাট চাষীদের পড়তে হচ্ছে ফড়েদের পাল্লায়। নিজেদের প্রয়োজনে লোকসান দিয়েও পাট বেচতে হচ্ছে। এতে চাষীদের সর্বনাশ আর ফড়েদের পৌষ মাস। চাষীদের অভিযোগ, জে সি আই ইচ্ছে করেই ফড়েদের সুযোগ করে দিতে পাট কিনছেন না।

## পক্ষকালে লক্ষ টাকার মাল বাংলাদেশে পাচার

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতিনগর এখন বাংলাদেশে মাল পাচারের শীর্ষস্থানে। এখানে দিনের আলোতেই চাল, চিনি, পেঁয়াজ এবং আপেল ট্রাকে ট্রাকে বি এস এফ ও পুলিশের নাকের ডগায় চলে যাচ্ছে। এ জন্যে প্রত্যেকের সঙ্গেই গোপন ভাগ বাঁটোয়ারা আছে বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। রাজনৈতিক দল-

## কুক্ষিগত করার চক্রান্ত

(১ম পাতার পর)

নতুন ফতোয়া জারী করে ঐ মন্দিরে নিম্নবর্ণের প্রবেশ ও পূজা দেওয়া নিষিদ্ধ করায় এবং মন্দির সব সময়ের জন্য তালাবন্ধ রাখায় নিম্নবর্ণেরা নিজেদের অপমানিত বোধ করছেন এবং যাতে আগামী পূজায় তারা মন্দিরে প্রবেশ ও মায়ের পূজা দেওয়া থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য মহকুমা শাসকের কাছে গণ আবেদন পেশ করেন। মহকুমা শাসক ঐ বিষয়ে মীমাংসার জন্য গ্রামে গেলে মানস পাণ্ডে মহকুমা শাসকের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন। শ্রীপাণ্ডে ও ট্রাষ্টের অন্যান্যরা বলেন—এটি সার্বজনীন পূজা নয়, ব্যক্তিগত পূজা এবং জনসাধারণের এই পূজায় অংশ গ্রহণের অধিকার থাকতে পারে না। বিরোধীরা সার্বজনীনতার প্রমাণ স্বরূপ আগের কয়েক বছরের চাঁদা আদায়ের রসিদ মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেন। মানস পাণ্ডের ব্যবহারে এস ডি ও ক্ষুব্ধ হয়ে ২নং ব্লকের বি ডি ওকে সমস্ত কিছু অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে আদেশ দেন এবং মানস পাণ্ডেকে সাবধান করে বলে আসেন গ্রামে এই নিয়ে যদি কোন সংঘর্ষ বাধে তবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, গত ২৫ সেপ্টেম্বর তদন্তকারী অফিসারদের প্রচেষ্টায় এ ব্যাপারে সর্বজন গৃহীত এক মীমাংসায় ঠিক হয়েছে এই পূজাকে সার্বজনীন বলে স্বীকার করে নেওয়া হলো। এবং সমস্ত বর্ণের মানুষের মন্দিরে প্রবেশ ও পূজা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হলো।

---

গুলিকে চোরাকারবারীরা বশে রেখেছেন মোটা টাকা চাঁদারূপী অর্থ সাহায্য দিয়ে। খবর, রেশন ডিলারদের এক অংশও এই পাচারের সঙ্গে রীতিমত যুক্ত। প্রশাসন বাইরে হুড়ুমধুরুম করছেন, কিন্তু তাঁদেরও হাত পা বাঁধা রাজনৈতিক চাপে।

## যান চলাচলে বিঘ্ন

(১ম পাতার পর)

থাকায় এমনটি হচ্ছে। যখন প্রতি বছরই এ অবস্থা হচ্ছে তখন ঐ এলাকাটি (১০০ গজের মত) একটি বড় সেতু দিয়ে যোগাযোগ করে দিলেই তো পৌনঃপুনিক ব্যয়ভার এড়ানো সম্ভব এ যুক্তি কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে যান। তাঁদের এবং ঠিকাদারদের বাৎসরিক মুনাফার এই সহজ সুযোগ ছেড়ে দিতে চান না বলে অনেকের ধারণা।

## ফসল বিনষ্ট

(১ম পাতার পর)

ফসল বিনষ্ট হয়েছে বলে সংবাদ। কাঁচা ঘরবাড়ী প্রায় ২০০ পড়ে গেছে। রাস্তা ঘাটের প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়ায় যোগাযোগের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সুতী ২নং ব্লকের উমরাপুর ও মহেশাইল ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামও বর্ষণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এদিকে দুর্গত মানুষদের খাদ্য ও বাসস্থানের মোকাবিলা করার মত দুটি ব্লকে কোন ব্যবস্থা নেই। বর্ষণ দু'চারদিনে থেমে যাওয়ায় ও রোদ উজ্জ্বল আবহাওয়ায় মাটি শুকোচ্ছে, জলও সরছে। পূজার মধ্যে যদি আর বৃষ্টি না হয় তবে ক্ষতি হলেও বিরাট সর্বনাশ এড়ানো সম্ভব হবে বলে চাষীরা মনে করেন।

## দুর্যোধন খুন

(৩য় পাতার পর)

ও তাঁর সঙ্গী সন্তোষ হালদার মাছ ধরে রাত্রে নৌকায় ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। দুর্যোধন ওদের মধ্যে একজনকে চিনে ফেলায় তারা তাঁকে খুন করে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

## নারী আবার লুণ্ঠিত

(১ম পাতার পর)

তাঁকে উদ্ধার করে কোর্টের নির্দেশে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্বৃত্তদের শাসানীতে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে বধূটি তাঁর পিসিমার কাছে অলঙ্কার গ্রামে চলে যায়। ঘটনার দিন গ্রামের যুবকদের অন্য গ্রামে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সুযোগে দুর্বৃত্তরা বোমা, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিসিমার বাড়ী চড়াও হয়। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যান্য আসামী শান্তি সেখ, অভীক সেখ, ও বাবলু সেখ পলাতক। বধূটিরও কোন সন্ধান নেই। এই ঘটনায় গ্রামে থমথমে ভাব রয়েছে। একটি সমাজসেবী সংস্থা এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন বলে ঐ সংস্থার জনৈক কর্মী আমাদের জানান।


বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী



কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চাই? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার

DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই


রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।